

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণী' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

কুলি	- মুটে, ভারবাহী, শ্রমিক, মজুর।
মজুর	- দৈনিক পরিশ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জনকারী, শ্রমিক, শ্রমজীবী।
সাব	- সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়, কর্তা, উচ্চ কর্মচারী।
ঠেলে	- ধাক্কা দিয়ে, জোরে আঘাত করে অগ্রসর করা।
জুড়িয়া	- ব্যাণিয়া।
দুর্বল	- বলহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রোগা, কৃশকায় ব্যক্তি।
বেতন	- মাহিনা, মাসোয়ারা, পারিশ্রমিক, মজুরি, কর্ম-মূল্য।
মিথ্যাবাদী	- মিথ্যুক, মিথ্যা কথা বলে এমন ব্যক্তি, অসত্য কথক।
রাজপথ	- নগরীর প্রধান সড়ক, সর্বসাধারণের প্রধান রাস্তা।

দান	- অর্পণ, প্রদান, স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া, সম্প্রদান, বিতরণ, ত্যাগ।
লিখা	- লেখা, লিখন।
দেনা	- ধার, কর্জ, ঋণ, যে অর্থ ফেরত দিতে হবে।
ঋণ	- কর্জ, ধার, দেনা।
শুধিতে	- শোধ করতে, পরিশোধ করতে।
হাতুড়ি	- লোহার ছোট মুগুর যা দিয়ে পেরেক প্রভৃতি পিটানো বা ঠোকা হয়।
মুটে	- ভারবাহী, কুলি, মজুর, শ্রমিক, যে মোট বহন করে জীবিকা অর্জন করে, মোট বহনকারী।
পবিত্র	- পূত, বিশুদ্ধ, ঝাটি, নিষ্পাপ, পাপহীন, পরিশুদ্ধ, নির্মল।
অঙ্গো	- দেহে, শরীরে।
দেবতা	- দেব, অমর, ঈশ্বর, অধিপতি।
গাহি	- গাই।
ব্যথিত	- ক্রেশপ্রাপ্ত, দুঃখিত, ব্যথাপ্রাপ্ত, সন্তপ্ত।
উথান	- ওঠা, খাড়া হওয়া, উন্নতি, অত্যাশ্রয়, বিদ্রোহ, আবির্ভাব।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

দেখিনু, চোখ, জগৎ, দুর্বল, দধীচি, হাড়, বাষ্প-শকট, কুলি, মিথ্যাবাদী, ক্রোর, রাজপথ, মোটর, সাগর, অট্টালিকা, রাঙা, ধূলিকণা, শূভদিন, ঋণ, হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি, পাহাড়, মুটে, পবিত্র, অঙ্গা, ব্যথিত, বক্ষ, উথান।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ তোমার দেখা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন কর (দলীয় কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬৯

উত্তর : তোমার পরিচিত বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের তালিকা তৈরি করতে চাইলে তোমাকে তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে। এ ব্যাপারে তুমি বড়দের সহায়তা নিতে পার।

নমুনা-

তোমার সুবিধার্থে নিচে কয়েকটি শ্রেণিপেশার নাম ও কাজ উল্লেখ করা হলো।

শ্রেণিপেশার নাম	কাজ
১. কৃষক	→ কৃষি কাজ, জমি থেকে শস্য উৎপাদন করা।
২. শ্রমিক	→ কলকারখানায় উৎপাদনশীল কাজে শ্রম দেওয়া, মজুর খাটা।
৩. চাকুরে	→ শিক্ষিত/বিশিক্ষিত লোক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা রকম কাজ করা।
৪. দর্জি	→ জামা-কাপড় তৈরি করা।
৫. কানার	→ পোহা আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে নানা আকৃতির ঘর-গৃহস্থালি জিনিস, দা, কাণ্ডে, কোদাল, কুড়াল, শাবল ইত্যাদি তৈরি করা।
৬. কুমার	→ মাটির জিনিসপত্র তৈরি করা। যেমন ফুলের টব, ফুলদানি, হাঁড়ি, পাতিল, মাটির কলসি ইত্যাদি।
৭. জেলে	→ মাছ ধরা এবং তা বিক্রি করে জীবনধারণ করা।
৮. মাঝি	→ নৌকা দিয়ে লোক পারাপার করা। কখনো মাছ ধরে বিক্রি করা।
৯. ডাক্তার	: মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর সুস্থতার জন্য চিকিৎসাসেবা প্রদান করা।

১০. তাঁতি : তাঁত বোনা, সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করা, রং করা, বাজারে বিক্রি করে জীবনযাপন।

১১. ব্যবসায়ী : পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি করা।

খ ▶ তোমার দেখা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপনের উপর একটি বিবরণী লেখ (একক কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬৯

উত্তর : একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন পরিশ্রমের এবং একই সাথে আনন্দের। এরা প্রতিদিন কাজ চায়, শ্রম দিতে ভালোবাসে এবং কাজের মধ্যেই আনন্দে থাকে। এমনই একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমাদের বাসার পাশেই বেশ বড় একটি বস্তি। সেখানে টিনের ছাপরা ঘরে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ বাস করে। দক্ষিণ কোণের প্রথম ঘরটাতেই থাকেন জমির ভাই। তিনি মাটি কেটে বহন করতে পারেন, রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করতে পারেন, সুপারি-নারিকেল কাঁদিসহ কেটে নিয়ে নামতে পারেন, শিল-পাটা ধার করতে পারেন, কুলিগিরিও করতে পারেন। কোনো কাজে তার আলসেমি নেই। কখনো শরীর খারাপও হতে দেখিনি। আমাদের বাসায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন তিনি আসেন। যা কিছু কাজ জমে থাকে, তা সারাদিন করেন। সকালে পান্ডাভাত খেয়ে বের হন। দুপুরে কেউ খেতে দিলে খান, না হলে না খেয়েই থাকেন। কাজ শেষে বাড়ি গিয়ে খান। স্ত্রী আর এক ছেলেকে নিয়ে জমির ভাইয়ের সংসার। ছেলে ছুলে পড়ে। তার স্ত্রীও ঘরের কাজ সেরে আমাদের বাসায় কাজ করেন। আমার মা ওদের খুব পছন্দ করেন আর নানাভাবে সাহায্যও করেন। রাতে ঘুমানোর আগে জমির ভাই স্ত্রী-ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেন। তারা সবাই খুব হাসি-খুশি থাকেন। শ্রমজীবী মানুষরা সবাই এরকম বলেই আমার ধারণা। আমি তাদের ভালোবাসি।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

- কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটিতে দেশ ছেয়ে গেল?
 (ক) মোটরে (খ) জাহাজে
 (গ) কলে (ঘ) রেলগাড়িতে
- 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান গেয়েছেন, কারণ তারা—
 i. অবহেলিত
 ii. সভ্যতার নির্মাতা
 iii. অধিকারবঞ্চিত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
 কৃপমজুক 'অসংযমীর' আখ্যা দিয়াছে যারে,
 তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।
- কবিতাংশের ক্ষুদ্রমনা 'কুলি-মজুর' কবিতায় বর্ণিত কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে?
 (ক) বাবুসাবদের (খ) মিথ্যাবাদীদের
 (গ) দধীচিদের (ঘ) কুলি-মজুরদের
- কবিতাংশের মূলভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?
 (ক) দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ
 (খ) তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান
 (গ) তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান
 (ঘ) তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। চেয়ারম্যান আজমল সাহেবের এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিন্তু তাঁর ছেলে কারণে-অকারণে বাড়ির কাজের লোক, আশপাশের খেটে খাওয়া মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করে, তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। চেয়ারম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদের আজ তুচ্ছ জ্ঞান করছ— সত্যিকার অর্থে তারাই আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা, তাদের কারণেই আমরা সুন্দর জীবন যাপন করছি।

- ক. 'কুলি-মজুর' কবিতায় রেলপথে কোনটি চলে? ১
- খ. 'শুধিতে হইবে ঋণ'— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলের আচরণে 'কুলি-মজুর' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'কুলি-মজুর' কবিতার রেলপথে বাষ্প-শকট চলে।

খ. শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে কবি ঋণ শোধ করার কথা বলেছেন।

শ্রমজীবীর অক্লান্ত শ্রমে রাজপথে মোটর চলছে। সাগরে জাহাজ চলছে। দালানকোঠা গড়ে উঠছে। মূলত লক্ষ-কোটি শ্রমিকের হাতে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। আর সেই সভ্যতার ফল ধনিকশ্রেণি ভোগ করছে। তাদের শোষণ আর শাসনে শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। কবি মনে করেন, সামনে শুভ দিন আসছে। শ্রমিকরা সচেতন হয়ে উঠছে। দীর্ঘকাল ধরে শোষণের ফলে শ্রমজীবী মানুষের যে দাবি বা অধিকার জমা হয়েছে ধনিকশ্রেণিকে তা শোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি উক্তিটি করেন।

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলের আচরণে 'কুলি-মজুর' কবিতার ধনিকশ্রেণির হৃদয়হীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরদের মতো লক্ষ-কোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। কিন্তু একশ্রেণির হৃদয়হীন মানুষ এদের মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের ছেলের আচরণে সমাজের বিস্তবান স্বার্থায়েষী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে সমাজের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করে। তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। 'কুলি-মজুর' কবিতায় এই শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে। তারা শ্রমজীবীদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিস্ত-সম্পদের সবটুকু ভোগ করে। অথচ তাদের সবখানেই বঞ্চিত করে রেখেছে। মানুষ হিসেবে তাদের গণ্য করতেও চায় না।

ঘ. "চেয়ারম্যান সাহেবের মনোভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন।"— মন্তব্যটি যথার্থ

শ্রমজীবীরাই মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে পৃথিবী আজ এত সুন্দর। অথচ এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি বিস্তসম্পদের মালিক হয়েছে। তবে এর মাঝেও ব্যতিক্রম কিছু মানুষ রয়েছেন যারা মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেন।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেব বিস্তবান এবং একজন ভালো মানুষ। তার মতে শ্রমজীবীরাই আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা। তাদের কারণেই আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারছি। চেয়ারম্যান সাহেবের এ মনোভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে। 'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন। সমাজ-সভ্যতা নির্মাণে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের ন্যায্য পাওনা ও দাবি আদায়ের পক্ষে কথা বলেছেন।

উদ্দীপক ও 'কুলি-মজুর' কবিতা উভয় জায়গায় শ্রমজীবী মানুষের অবদানের কথা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতি মমত্ববোধ। উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেব শ্রমজীবী মানুষের ওপর শ্রদ্ধাশীল। তিনি মনে করেন তারাই সভ্যতার নির্মাতা এবং সত্যিকার মানুষ। আলোচ্য কবিতার মূলভাবেও এই বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।